অ্যাসাইনমেন্ট : বাংলা-৩

শিরোনাম : " 'বিদ্রোহী' কবিতার আলোকে কবির বিদ্রোহী সত্তার স্বরূপ নির্ধারণ এবং বর্তমান সময়ে কবিতাটির প্রাসঙ্গিকতা যাচাই।"

নির্দেশনা : (সংকেত / ধাপ / পরিধি)

১. 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি নিজেকে যে যে রূপে উপস্থাপন করেছেন , তা খুঁজে বের করা।

২.কবিতার যে সব ঐতিহ্য ও পুরাণের ব্যবহার করা হয়েছে , তা উল্লেখ করা।

৩. কবির বিদ্রোহী সত্তা সমাজের যে সব অসাম্যের বিরুদ্ধে কথা বলে , সে গুলো চিহ্নিত করা।

৪. বর্তমান সময়ের নানারকম অসাম্যের প্রেক্ষাপটে , বিদ্রোহী কবিতার প্রসঙ্গিকতা যাচাই।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) রচিত 'বিদ্রোহী' (১৯২২) কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। রবীন্দ্রযুগে এ কবিতার মধ্য দিয়ে এক প্রাতিস্বিক কবিকণ্ঠের আত্মপ্রকাশ ঘটে - যা বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক বিরল স্মরণীয় ঘটনা।

'বিদ্রোহী' কবিতায় আত্মজাগরণে উন্মুখ কবির সদম্ভ আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়েছে। কবিতায় সগর্বে কবি নিজের বিদ্রোহী কবিসত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসকদের শাসন ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেন। বিভিন্ন ধর্ম , ইতিহাস , ঐতিহ্য ও পুরাণের শক্তি উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কবি তাঁর দ্রোহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন , যা দেশ , কালের সীমা অতিক্রম করে হয়েছে সর্বকালের বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদের বাণী।

নির্দেশনা - ১: 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি নিজেকে যে যে রূপে উপস্থাপন করেছেন , তা খুঁজে বের করা।

১. সংখ্যক নির্দেশনার উত্তর

‘বিদ্রোহী’ কবিতায় সংযুক্ত রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও বিদ্রোহ। কবি সকল অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে নিজেকে বিভিন্ন রূপে উপস্থাপন করেছেন।

নিচে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কবি নিজেকে যে যে রূপে উপস্থাপন করেছেন , তা খুঁজে বের করা হলো :

রূপ-১. কবির শির/মস্তক প্রত্যক্ষ করে হিমালয়ের শিখর/শীর্ষচূড়া মাথা নত করবে।

“শির নেহারি আমারি’ নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির”

রূপ-২. কবি নিজেকে ‘টর্পেডো/ভাসমান মাইন’ রূপে উপস্থাপন করেছেন।

“আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি , আমি টর্পেডো , আমি ভীম ভাসমান মাইন।”

রূপ-৩. কবি নিজেকে ‘বিশ্ব-বিধাতার বিদ্রোহী সুত’রূপে উপস্থাপন করেছেন।

“আমি বিদ্রোহী , আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতৃর”

রূপ-৪. কবি নিজেকে ‘সৃষ্টি, ধ্বংস , লোকালয় , শ্মশান , নিশাবসান রূপে উপস্থাপন করেছেন।

“আমি সৃষ্টি , আমি ধ্বংস , আমি লোকালয় , আমি শ্মশান ,

আমি অবসান , আমি নিশাবশান।”

রূপ-৫. কবি নিজেকে ‘বজ্র’ রূপে উপস্থাপন করেছেন।

“আমি বজ্র , আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,”

রূপ-৬. কবি নিজেকে ‘দাবানল-দাহ’ রূপে উপস্থাপন করেছেন।

“ আমি দাবানল-দাহ , দাহন করিব বিশ্ব।”

রূপ- ৭. কবি নিজেকে ‘উদাসীর উন্মনা মন’ রূপে উপস্থাপন করেছেন।

“আমি উন্মন মন উদাসীর”

রূপ-৮. কবি নিজেকে ‘বিধবার বুকের ক্রন্দন শ্বাস ও হুতাশীর হা হুতাশ’ রূপে উপস্থাপন করেছেন।

“ আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস , হা হুতাশ আমি হুতাশীর।”

রূপ-৯. কবি নিজেকে ‘গৃহহারা পথিকের বঞ্চিত ব্যথা’ রূপে উপস্থাপন করেছেন।

"আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের,"

রূপ-১০. কবি নিজেকে 'অবিমানিতের বেদনা , লাঞ্ছিতের বুকের গতি' রূপে উপস্থাপন করেছেন।

"আমি অবমানিতের মরম বেদনা , বিষ-জ্বালা , প্রিয় লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের---।"

রূপ-১১. কবি নিজেকে 'উত্তরের বায়ু , পুরবী হাওয়া' রূপে উপস্থাপন করেছেন।

" আমি উত্তর-বায়ু মলয়-অনিল , উদাস পুরবী হাওয়া,"

রূপ-১২. কবি নিজেকে 'গ্রীষ্মকালের তৃষ্ণা ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল সূর্য' রূপে উপস্থাপন করেছেন।

" আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা , আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি "

রূপ-১৩. কবি নিজেকে 'মরুভূমির ঝর্ণা ও শ্যামল ছায়া' রূপে উপস্থাপন করেছেন।

"আমি মরু-নির্ঝর ঝর ঝর , আমি শ্যমলিমা ছায়া-ছবি !"

রূপ-১৪. কবি নিজেকে 'চির বিদ্রোহী বীর' রূপে উপস্থাপন করেছেন।

" আমি চির বিদ্রোহী বীর"

রূপ-১৫. কবি নিজেকে 'বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠা চির উন্নত শির' রূপে উপস্থাপন করেছেন।

"বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির !"

নির্দেশনা : ২. 'বিদ্রোহী' কবিতায় যে সব ঐতিহ্য ও পুরাণের ব্যবহার করা হয়েছে, তা উল্লেখ করা।

২. সংখ্যক নির্দেশনার উত্তর

'বিদ্রোহী' কবিতার কবি সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্ম , ঐতিহ্য , ইতিহাস ও পুরাণের শক্তি উৎস থেকে উপকরণ সমীকৃত করে নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব রচনা করেন।নিম্নে কবি যে সব ঐতিহ্য ও পুরাণের ব্যবহার করেছেন তা উল্লেখ করা হলো :

*নটরাজ : নটরাজ শিবের মতো ধ্বংসলীলা চালিয়ে অপশক্তি নাশ করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষেই কবি নিজেকে 'মহা-প্রলয়ের নটরাজ' বলেছেন।

ভারতীয় পুরাণ মতে , নৃত্যকলার উদ্ভাবক হিসেবে মহাদেব শিবের আর এক নাম নটরাজ। তাঁর ধ্বংসের সময়কার নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য বলা হয়। গজাসুর ও কালাসুরকে নিধন করে তিনি তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন। কবিও পুরাণের সে ঐতিহ্য স্মরণ করে সমকালীন প্রেক্ষাপটে অত্যাচারী বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীসহ সকলপ্রকার অপশক্তিকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। তারই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নিজেকে তিনি মহা-প্রলয়ের নটরাজ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন :

"মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ , আমি সাইক্লোন , আমি ধ্বংস !"

*ইস্রাফিলের শিঙ্গা : সকল অন্যায়-অত্যাচারকে প্রতিরোধ করতে কবি হযরত ইস্রাফিল (আঃ) শিঙ্গার মহা হুঙ্কারের মতো গর্জে উঠবেন।

পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত বিশিষ্ট ফেরেশতা র নাম ইস্রাফিল। ইনি বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিয়ামত বা প্রলয়কালে হযরত ইস্রাফিলের ব্যবহৃত শিঙ্গার মতো কবিও শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। তাই তিনি বলেছেন-

"আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার ,"

*ক্ষ্যাপা দুর্বাসা : কবি বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে অপশক্তির প্রতিভূদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে নিজেকে 'ক্ষ্যাপাদুর্বাসা' বলেছেন। পুরাণ মতে দুর্বাসা অত্যন্ত কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট একজন মুনি। অনেকেই তাঁর কোপানলে দগ্ধ হন।ইনি তাঁর স্ত্রীকে শাপ দিয়ে ভস্ম করেন। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে দুর্বাসা অনেক সময় উন্মত্তের মতো আচরণ করতেন। ফলে দেবতারা পর্যন্ত তাঁকে ভয় পেতেন। আলোচ্য কবিতায় কবি বিদ্রোহী হিসেবে অন্যায় ও অসাম্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই নিজেকে 'ক্ষ্যাপা দুর্বাসা' বলে অভিহিত করেছেন। যেমন :

"আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা , বিশ্বামিত্র-শিষ্য ,"

*চেঙ্গিস : কবি নিজের মাঝে বিদ্রোহী যোদ্ধা চেঙ্গিস খানকে কল্পনা করে নিজের বিদ্রোহ ও সংগ্রামকে নতুন মাত্রা দিতে প্রয়াসী হয়েছেন।চেঙ্গিস খান ছিলেন দুর্ধর্ষ মোঙ্গল যোদ্ধা ও সেনাপতি। নিজেকে

চেঙ্গিস খান রূপে কল্পনা করে মূলত অপশক্তিকে ধংসের বার্তা দিতে চেয়েছেন। যেমন :

"আমি বেদুঈন , আমি চেঙ্গিস ,

আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্ণিশ !"

*অর্ফিয়াস : বাঙালি জাতিকে বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে জাগ্রত করার মানসে কবি গ্রিক পুরাণে উল্লিখিত মহান শিল্পী অর্ফিয়াসের বাঁশির সাথে নিজের তুলনা করেছেন।

অর্ফিয়াস গ্রিক পুরাণের একজন মহান কবি ও শিল্পী। তিনি সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে ভালোবাসার পাত্রী ইউরিডিসের মন জয় করেছিলেন। কবির প্রত্যাশা , অর্ফিয়াসের বাঁশির সুরের মতো তাঁর বিদ্রোহের সুরে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হবে দেশবাসী। মিলবে কাঙ্ক্ষিত। যেমন :

"আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী "